কলার পানামা রোগ

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

রোগ পরিচিতি

বাংলাদেশে কলার একটি গুরুত্বপূর্ন রোগ পানামা। বিশ্বের প্রায় সব কলা উৎপাদনকারী অঞ্চলেই এ রোগ আছে। সাগর কলা গাছে প্রায়ই এ রোগ দেখা যায়। *Fusarium oxysporum* নামক ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ

কলা গাছের বয়স ৪ মাস থেকে ৫ মাস হওয়ার পর থেকেই পানামা রোগাক্রান্ত গাছের লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে বয়স্ক পাতার কিনারা হলুদ হয়ে যায়, পরে কচি পাতাতে এ লক্ষণ দেখা যায়। এরপর কালো রঙের দাগ পড়ে বোঁটার কাছ থেকে ভেঙ্গে ঝুলে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যে প্রায় সব পাতা শুকিয়ে যায়। কোন কোন সময় গাছ লম্বালম্বি ভাবে ফেটে যায়। যে সব চারা গাছ এ রোগে আক্রান্ত হয় সে সব গাছে মোচা বের হয় না। যেসব গাছ মোচা বের হওয়ার পর আক্রান্ত হয় সেসব গাছের কলা বাড়তে পারে না। আক্রান্ত গাছের কলা বেঁকে বোতলের মত হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের ফল সমানভাবে পাকে না ও কলার ভেতরে ফাঁপা হয়ে যায়।

ছবিঃ পানামা রোগাক্রান্ত গাছ

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

- আক্রান্ত জমি থেকে চারা সংগ্রহ করা যাবে না।
- আক্রান্ত জমিতে পরের বছর কলা চাষ করা যাবে না।
- রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন: বারি কলা-১, বারি কলা-২, চম্পা জাত চাষ করতে হবে।
- কলার চারা লাগানোর ১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২০০-৩০০ গ্রাম ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে।
- গাছকে সতেজ ও শক্তিশালী রাখার জন্য প্রতি ঝাড়ে একটি মা গাছ ও একটি চারা রেখে বাকি সব চারা তুলে ফেলতে হবে।
- এ রোগের লক্ষণযুক্ত কোন গাছ দেখা গেলে গোড়াসহ তুলে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোপনের এক মাস পরে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের চারিদিকে প্রতি মাসে একবার প্রয়োগ করতে হবে।

আরো তথ্যেরজন্য:

পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং,ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন